

শোভন কর্মপরিবেশ



পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

আমাদের আশেপাশের পরিবেশের কারণে যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি প্রতিরোধ বা সুস্থ থাকার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। সহজভাবে বললে, পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা মানে হলো এমন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি না করা, যা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

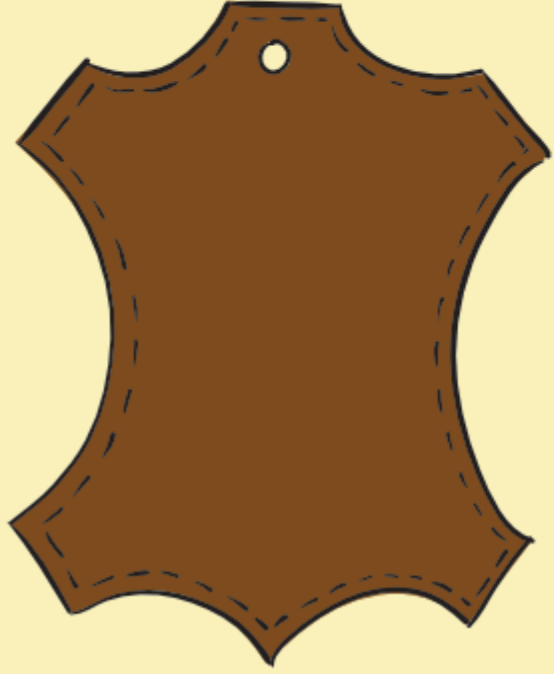


কেন পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ?

নিরাপদ কর্মপরিবেশ শ্রমিকের আইনি অধিকার। শ্রমিকরা সুস্থ থাকলে -

- ১ বেশি উৎপাদন হয় যার ফলে বেশি মুনাফা হয়
- ২ প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা খরচ কমে যায়
- ৩ কাজে মনোযোগ বাড়ে ও কাজের গুণগত মান ভালো হয়
- ৪ অনুপস্থিতির হার কমে
- ৫ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নত হয়

কেন পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ?



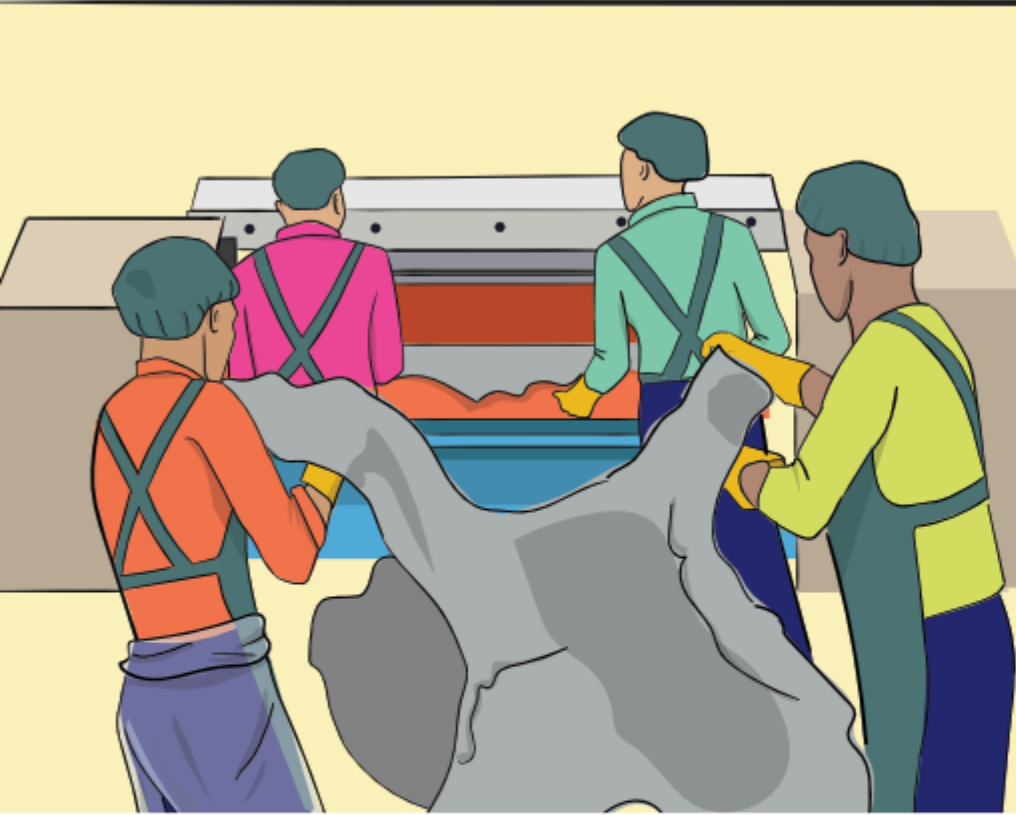
বেশি উৎপাদন হয় যার ফলে বেশি মুনাফা হয়



মুনাফা



প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা খরচ কমে যায়



কাজে মনোযোগ বাড়ে ও কাজের
গুণগত মান ভালো হয়



অনুপস্থিতির হার কমে



মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার
সম্পর্ক উন্নত হয়

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়

- ১ কাজের আগে সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম নিতে হবে এবং তা অবশ্যই নিয়মানুসারে ব্যবহার করতে হবে।
- ২ যদি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।
- ৩ কাজ শুরু করার আগে আপনার কর্মক্ষেত্রটি নিরাপদ কি না তা যাচাই করতে যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- ৪ প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- ৫ কর্মক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধিত ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে।
- ৬ যদি কোনো সময় বুঁকির আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিককে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে মালিকের সাহায্য চাইলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

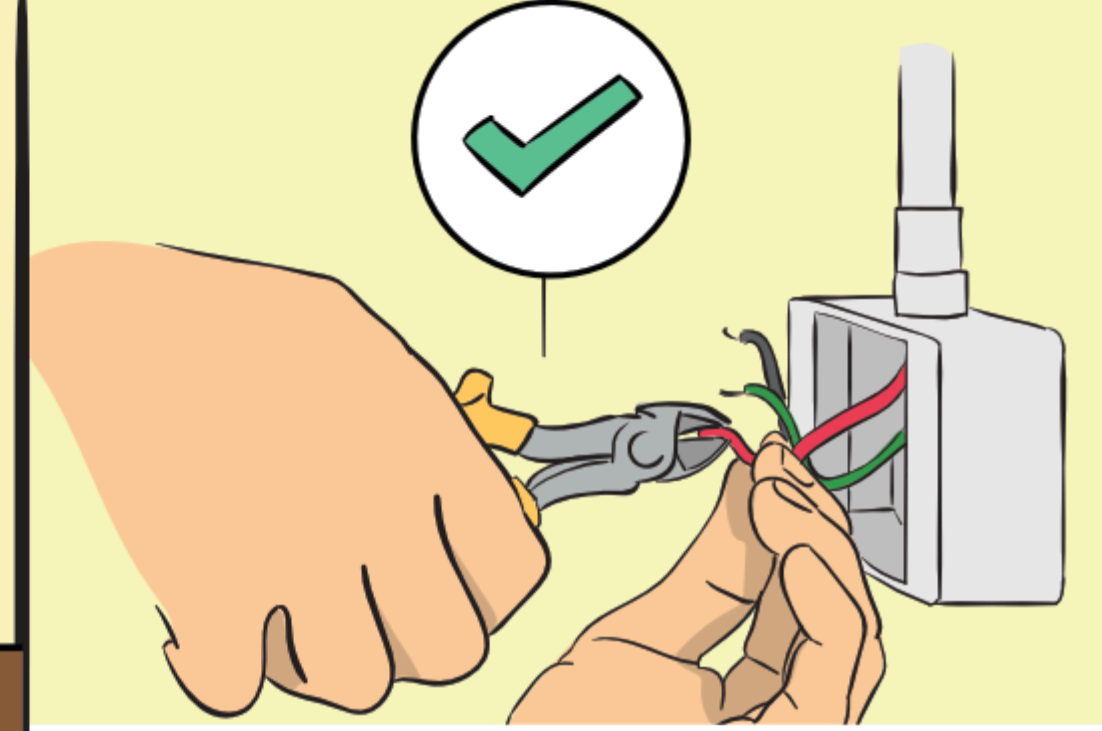
পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়



কাজের আগে সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম নিতে হবে এবং তা অবশ্যই নিয়মানুসারে ব্যবহার করতে হবে।



যদি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।



কাজ শুরু করার আগে আপনার কর্মক্ষেত্রটি নিরাপদ কি না তা যাচাই করতে যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো পরীক্ষা করে নিতে হবে।



প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।



কর্মক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধিত ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে।

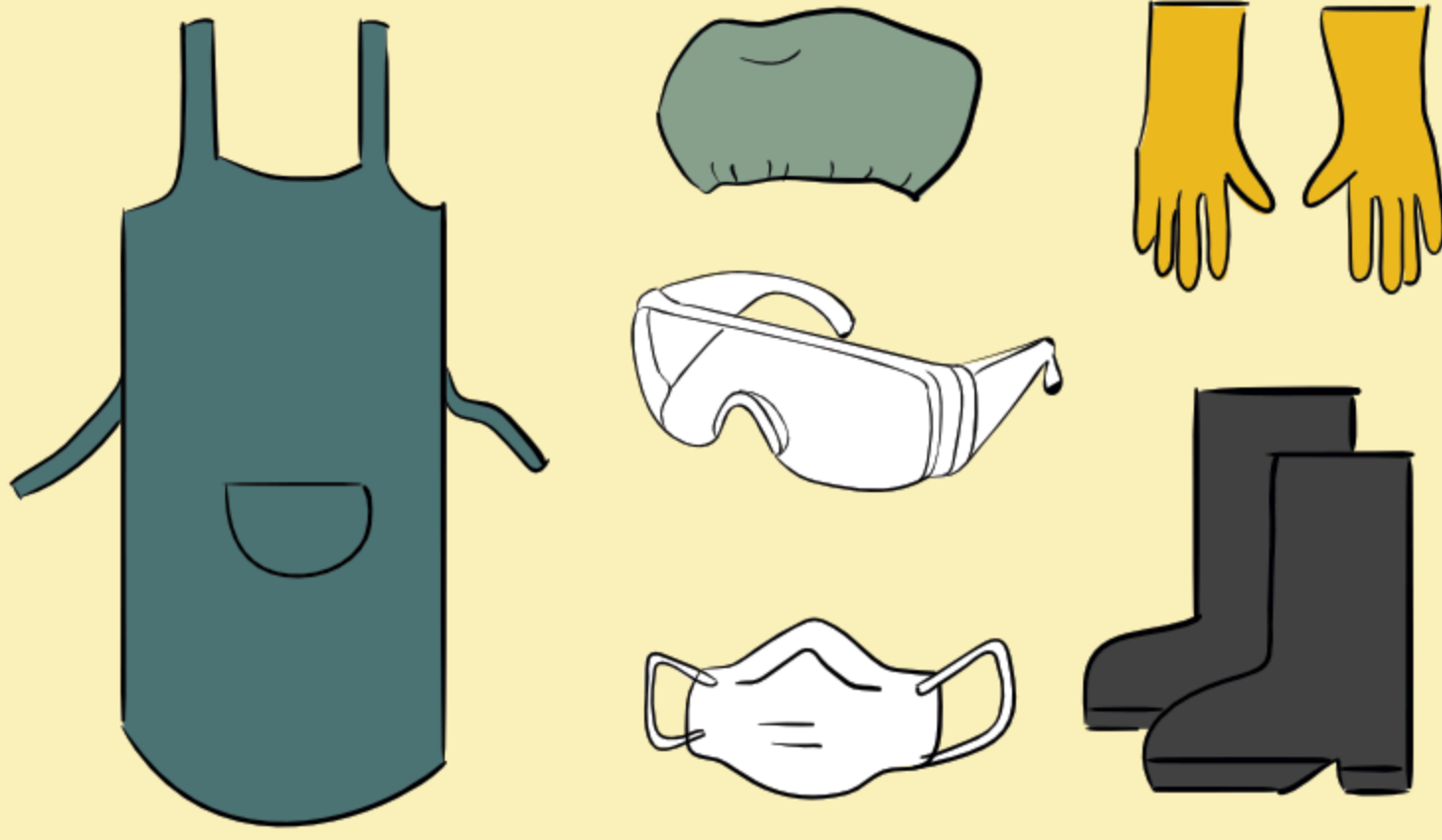


যদি কোনো সময় ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিককে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে মালিকের সাহায্য চাইলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

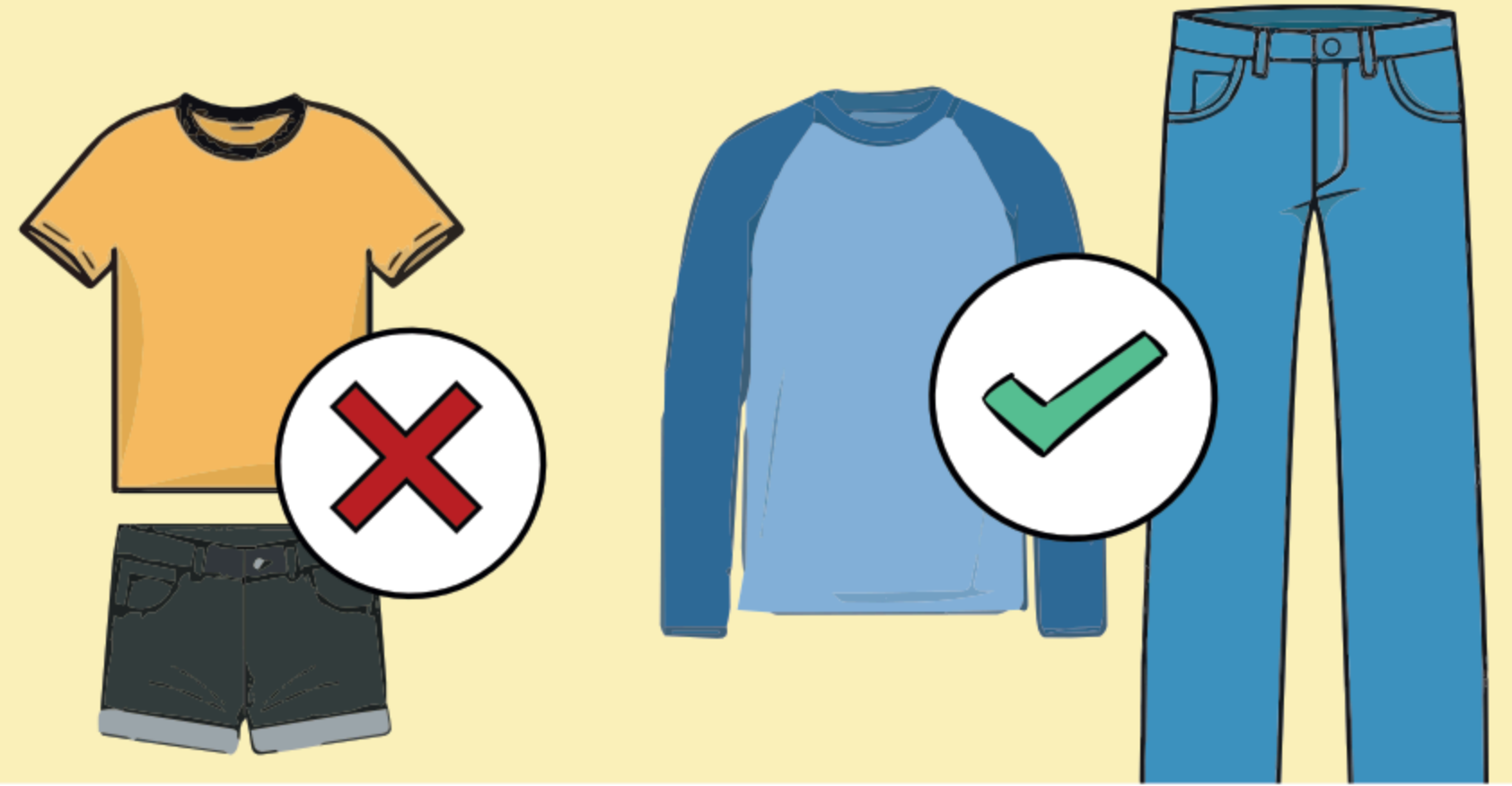
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়

- ১ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা
- ২ কাজের জন্য সহায়ক পোশাক পরিধান করা
- ৩ মনোযোগ ও সাবধানতার সাথে কাজ করা
- ৪ কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা

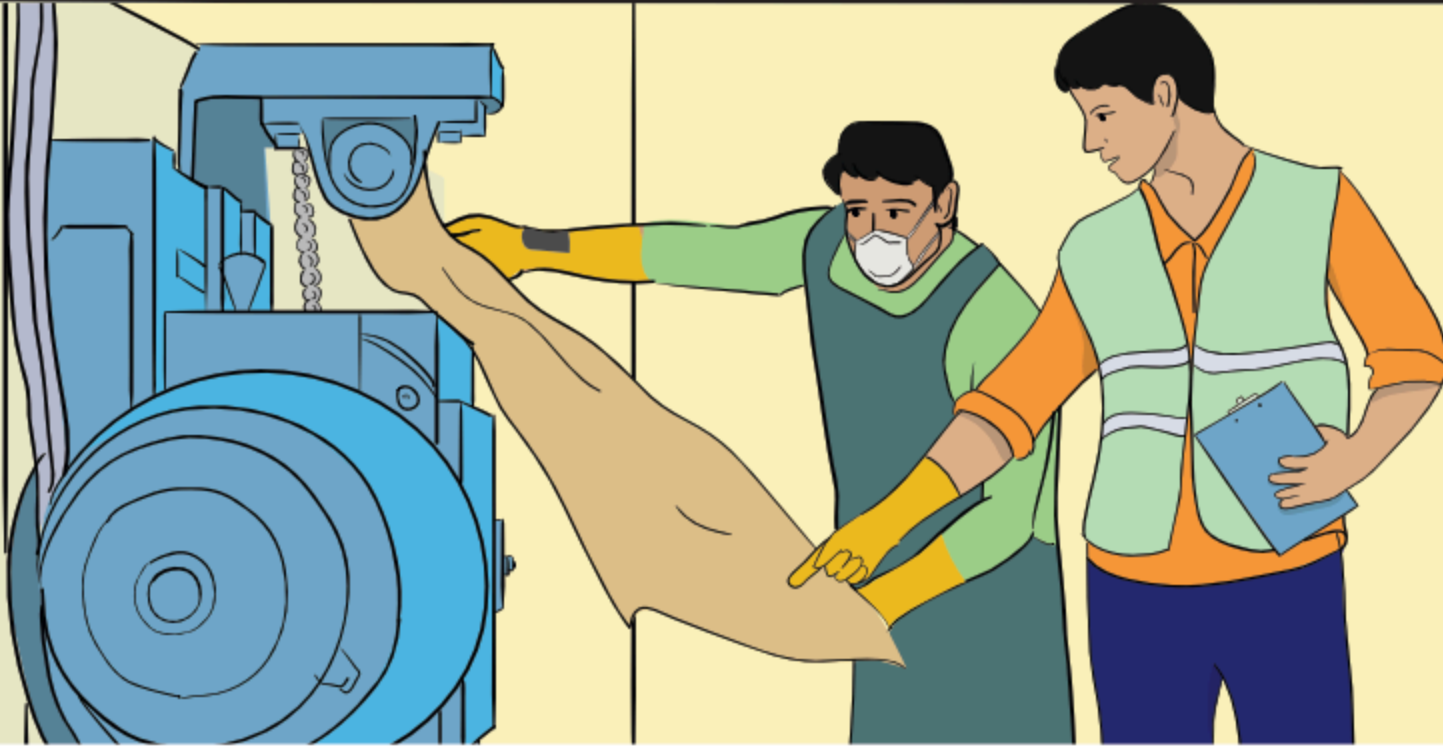
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়



ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা



কাজের জন্য সহায়ক পোশাক পরিধান করা



মনোযোগ ও সাবধানতার সাথে কাজ করা

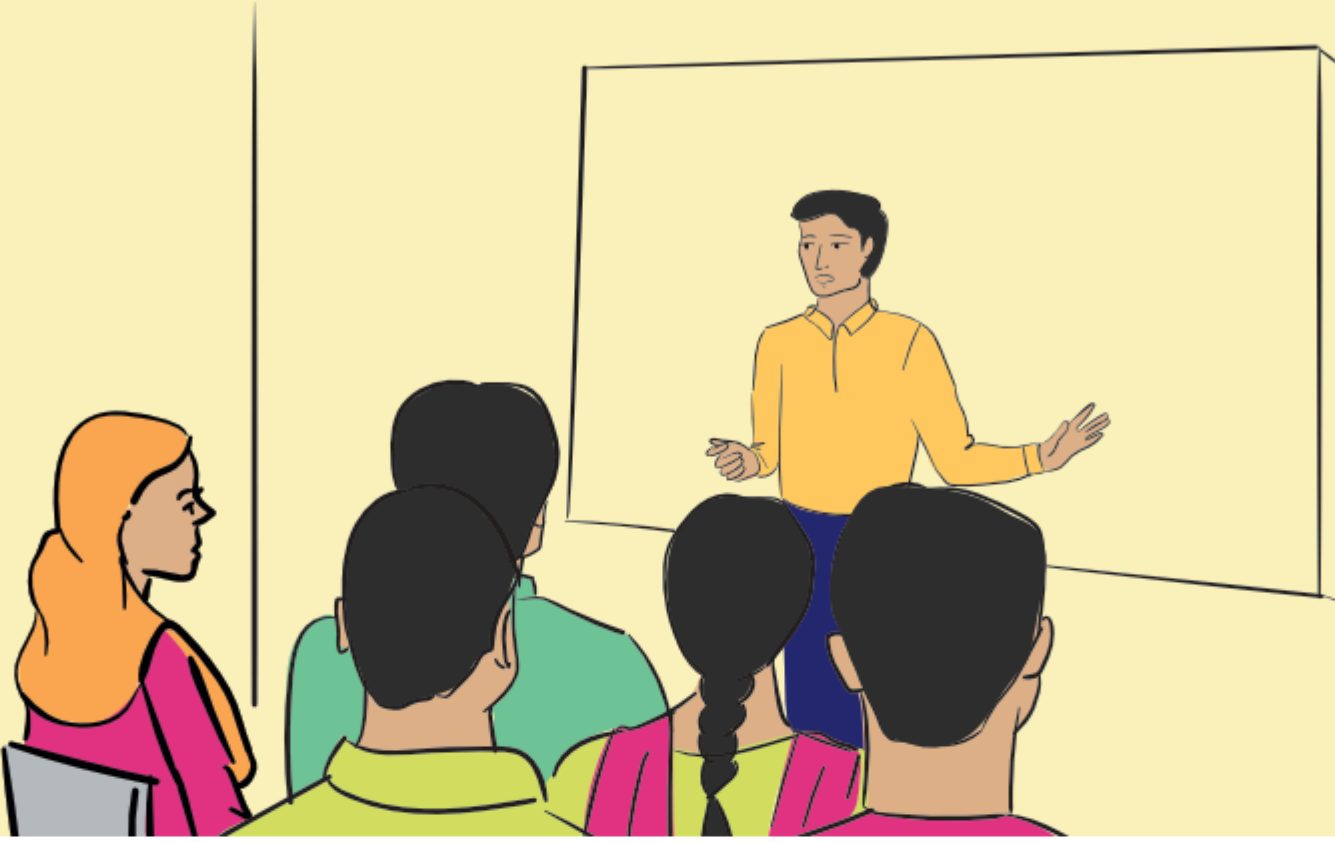


কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয়

- ১ নতুন কর্মীদের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া
- ২ নিয়মিত নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া
- ৩ সচেতনতামূলক বই বা লিফলেটের মাধ্যমে সঠিক তথ্য জানানো
- ৪ কর্মীদের মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া
- ৫ প্রতি মাসে অগ্নি-সতর্কতা (ফায়ার অ্যালার্ম) পরীক্ষা পরিচালনা করা

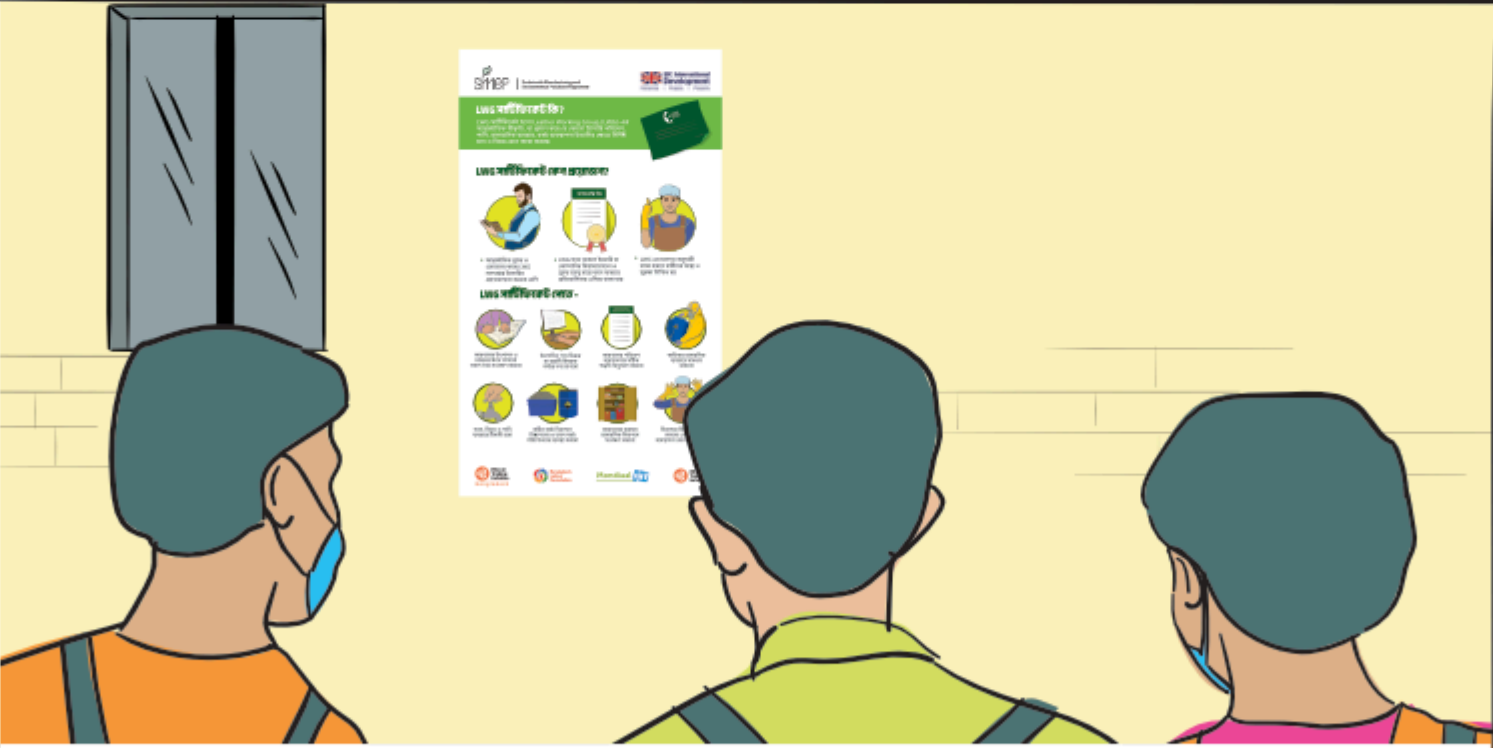
প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয়



নতুন কর্মীদের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া



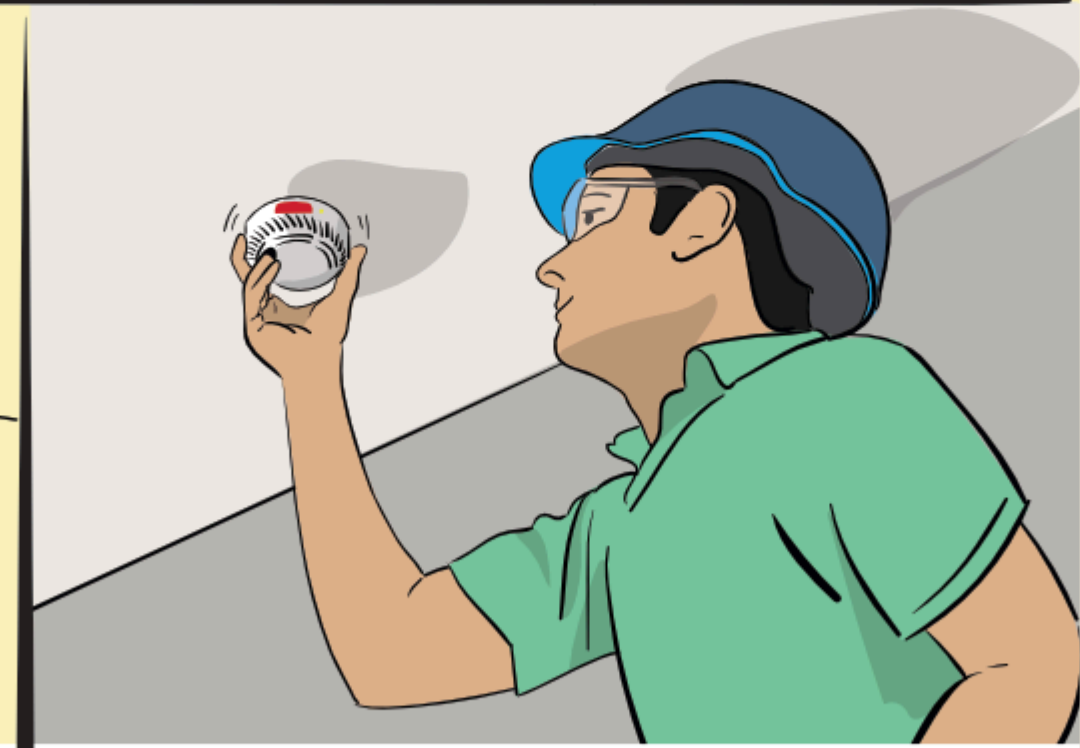
নিয়মিত নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া



সচেতনতামূলক বই বা লিফলেটের মাধ্যমে সঠিক তথ্য জানানো



কর্মীদের মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া

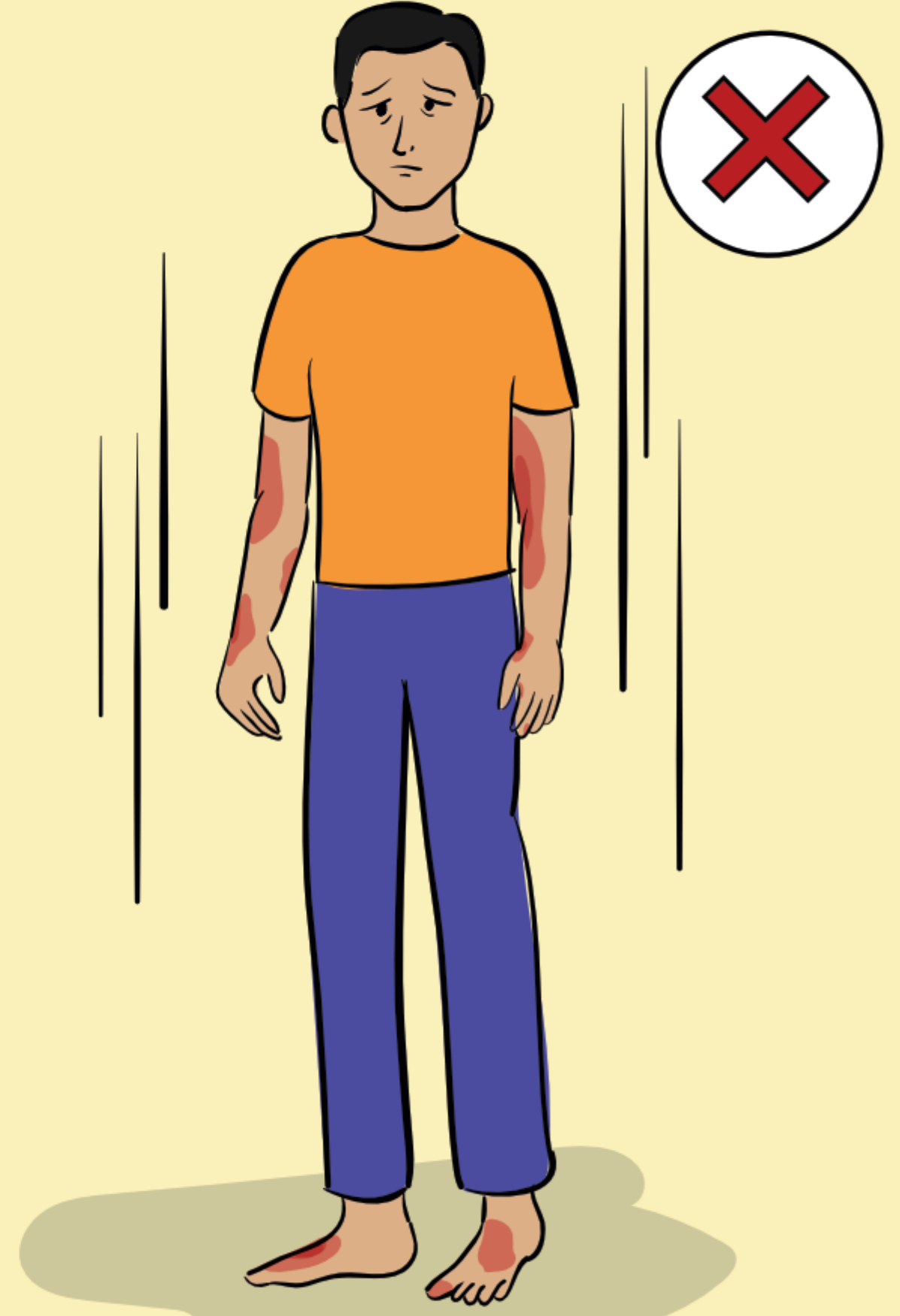


প্রতি মাসে অগ্নি-সতর্কতা (ফায়ার অ্যালার্ম) পরীক্ষা পরিচালনা করা

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

- ১ মাস্ক
- ২ হ্যান্ড গ্লাভস
- ৩ ইয়ার প্লাগ
- ৪ সেফটি গগলস্
- ৫ রাবার বুট/গামবুট
- ৬ হেলমেট
- ৭ এপ্রন ও স্কার্ফ

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)



সেইফটি কমিটি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী, সেইফটি কমিটি হলো এমন একটি দল যা কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গঠন করা হয়।

এই কমিটি কারখানার নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখভাল করে, দুর্ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করে এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে।

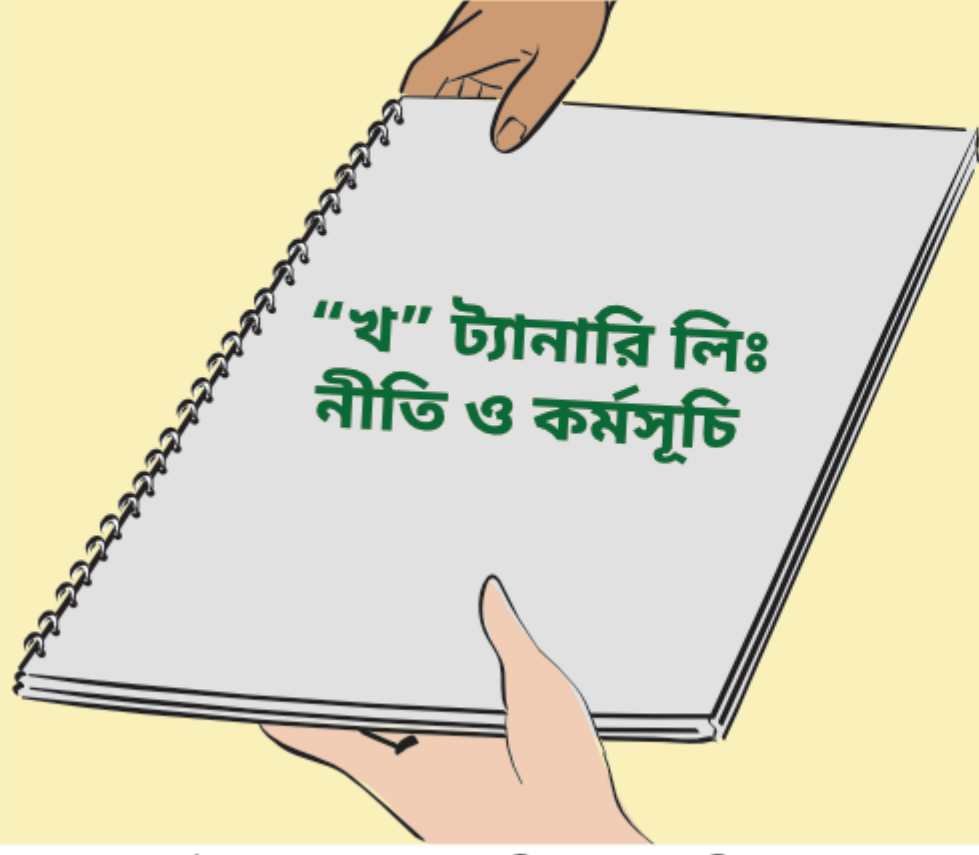
সেইফটি কমিটি



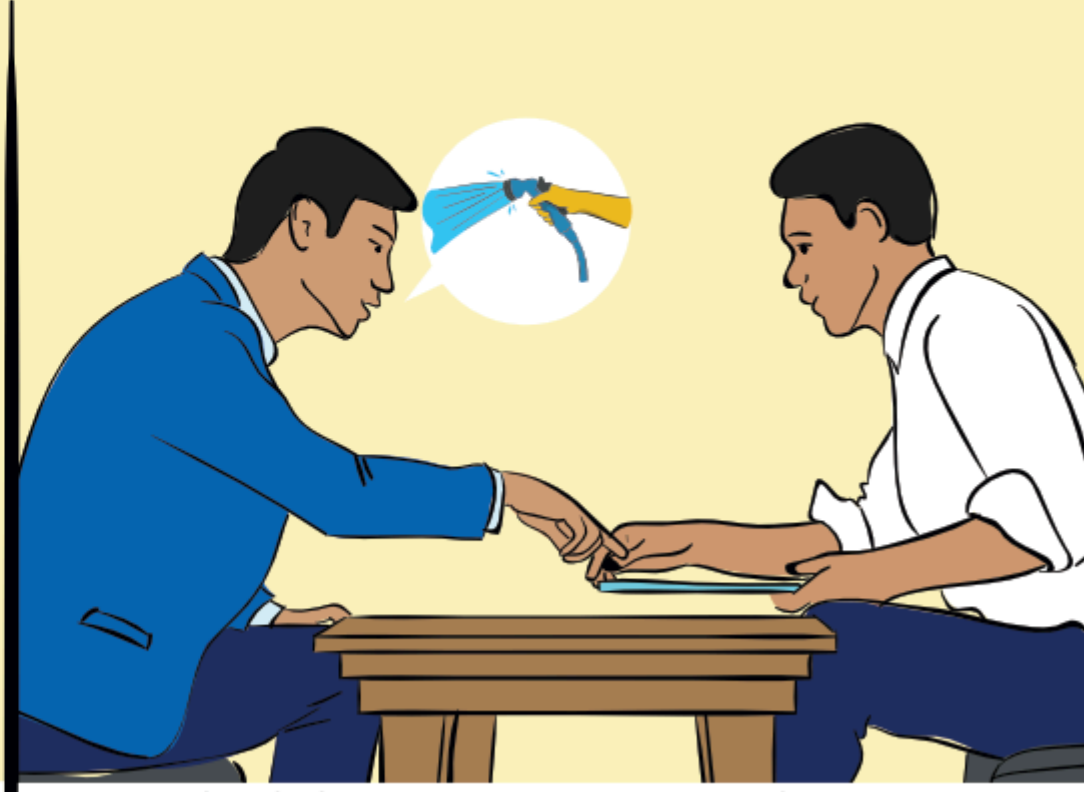
সেইফটি কমিটির উদ্দেশ্যসমূহ

- ১ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করা।
- ২ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।
- ৩ নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়মকানুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করা।
- ৪ দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা তদন্তে সহায়তা করা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৫ কর্মীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার সমাধান করা।

সেইফটি কমিটির উদ্দেশ্যসমূহ



কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করা।



ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।



নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়মকানুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করা।



দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা তদন্তে সহায়তা করা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।



কর্মীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার সমাধান করা।

সেইফটি কমিটির গঠন ও সদস্যসংখ্যা

সাধারণ কাঠামো:

- ১ কারখানা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান/এমডি)
- ২ শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রতিনিধি
- ৩ নিরাপত্তা কর্মকর্তা (যদি থাকে)
- ৪ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগের প্রতিনিধি

গুরুত্বপূর্ণ: বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী, সেইফটি কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জনের কম এবং ১২ জনের বেশি হতে পারবে না। এই কমিটিতে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা সমান সংখ্যক থাকবেন। কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের আকার ও বুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে।

সেইফটি কমিটির গঠন ও সদস্যসংখ্যা

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক
বিভাগের প্রতিনিধি।

কারখানা কর্তৃপক্ষের
প্রতিনিধি
(চেয়ারম্যান/এমডি)

শ্রমিক/কর্মচারীদের
প্রতিনিধি।

নিরাপত্তা কর্মকর্তা
(যদি থাকে)



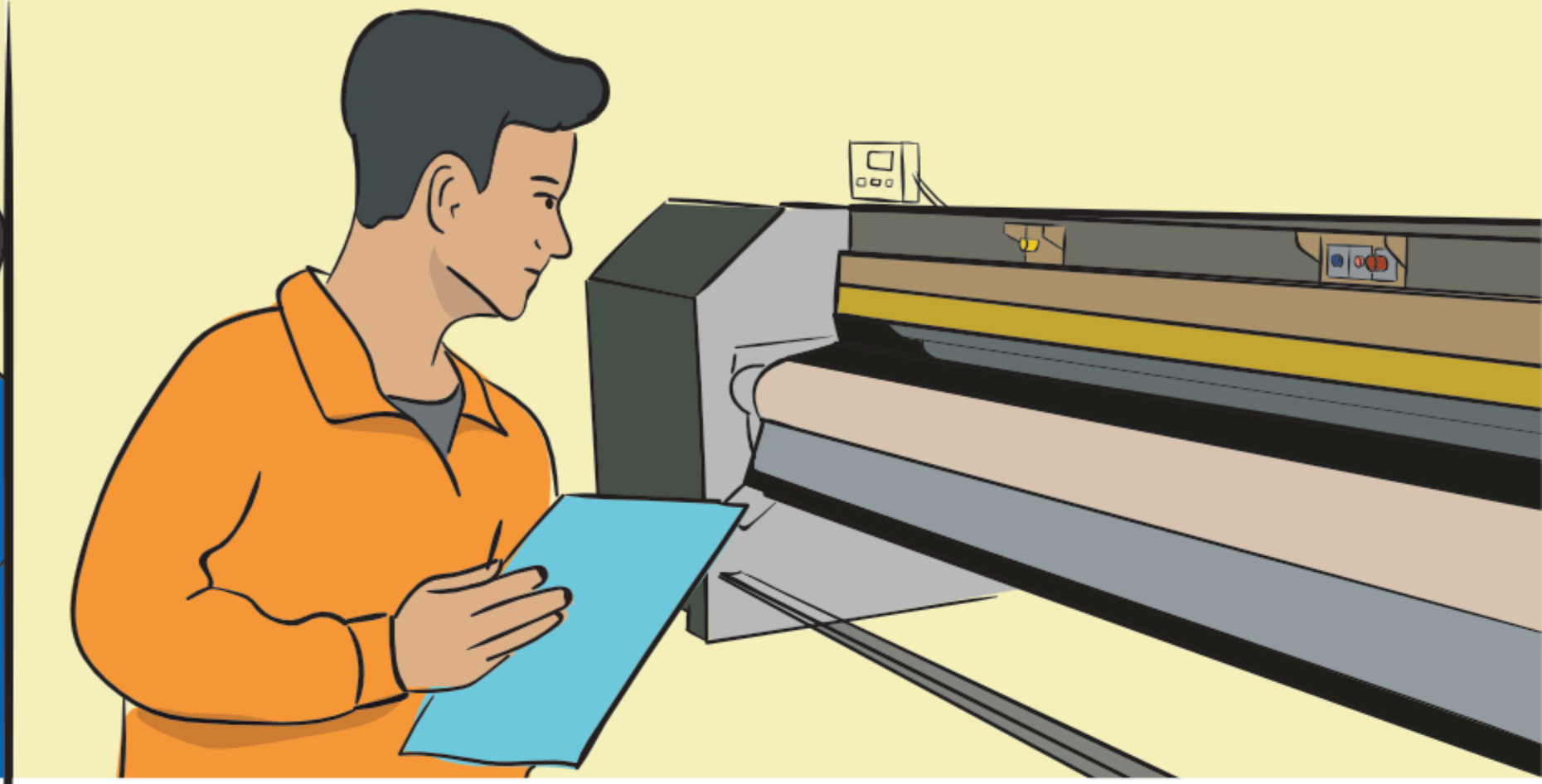
সেইফটি কমিটির প্রধান কার্যাবলী

- ১ নিয়মিত নিরাপত্তা বিষয়ক সভা আয়োজন করা।
- ২ নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা করা।
- ৩ ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।
- ৪ নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা।
- ৫ দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং সুপারিশ প্রদান করা।
- ৬ কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শ শোনা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

সেইফটি কমিটির প্রধান কার্যাবলী



নিয়মিত নিরাপত্তা বিষয়ক সভা আয়োজন করা।



নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা করা।



ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।



কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শ শোনা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

সেইফটি কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

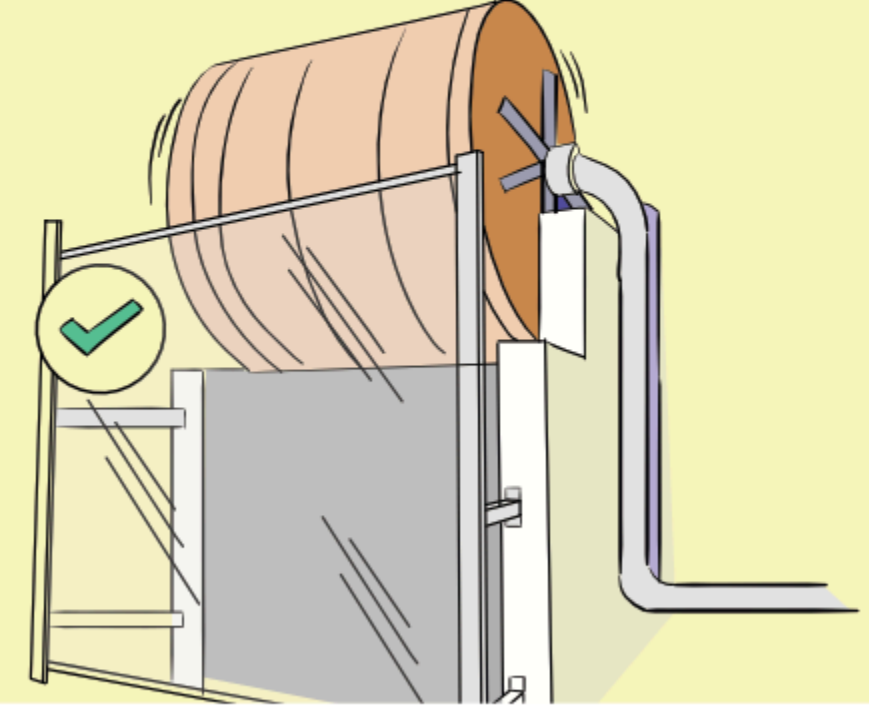
- ১ সেইফটি কমিটি কারখানার দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাহায্যে কারখানার বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তার বিষয়গুলো পরিদর্শন করবে।
- ২ কারখানার ব্যবস্থাপনা এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।
- ৩ কোথাও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিলে, সেটি দ্রুত সমাধান করার জন্য ব্যবস্থাপনা ও সেইফটি কমিটি একযোগে কাজ করবে।
- ৪ দুর্ঘটনা তদন্তে সেইফটি কমিটি অন্যদের সাথে সহযোগিতা করবেন এবং ভবিষ্যতে একই ঘটনা পুনরায় না ঘটানোর ব্যবস্থা নেবে।

চেয়ারম্যান/এমডির জন্য: সভার সভাপতিত্ব করা ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সেইফটি কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব



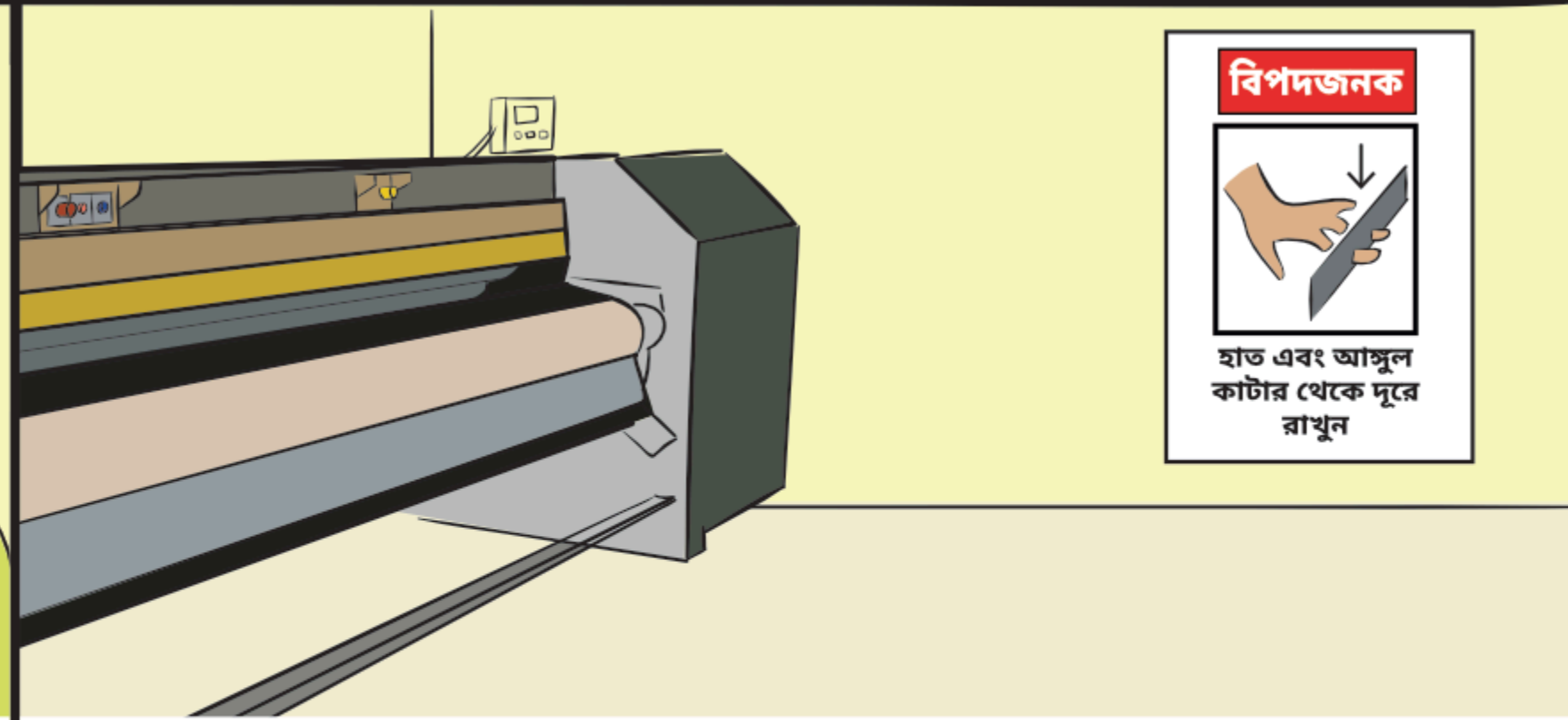
নিরাপত্তা কমিটি কারখানার দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাহায্যে কারখানার বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তার বিষয়গুলো পরিদর্শন করবে।



কারখানার ব্যবস্থাপনা এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।



কোথাও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিলে, সেটি দ্রুত সমাধান করার জন্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা কমিটি একযোগে কাজ করবে।



দুর্ঘটনা তদন্তে নিরাপত্তা কমিটি অন্যদের সাথে সহযোগিতা করবে এবং ভবিষ্যতে একই ঘটনা পুনরায় না ঘটানোর ব্যবস্থা নেবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (ধারা ৩৩২) শ্রমবিধিমালা ২০১৫ (সংশোধনী ১ সেপ্টেম্বর ২০২২)
ধারা ৩৬১(ক) অনুযায়ী, কোন প্রতিষ্ঠানে একজন নারী যে পদেই চাকরিরত থাকুন না কেন, তার
সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেউ এমন কোনো ধরনের অশ্লীল বা অভদ্র আচরণ করতে পারবে না, যা
ঐ নারীর সম্মান বা শ্রীলতাহানির কারণ হতে পারে।
যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ, কথা বা শারীরিক স্পর্শ যা
অস্বস্তিকর, তাই যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি



যৌন হয়রানি কী?

যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় :

- সরাসরি যৌন ইঙ্গিত করা
- শরীরে বা গায়ে হাত দেওয়া বা চেঁচা করা
- ক্ষমতা ব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা
- নারীকে উদ্দেশ্য করে গালি দেওয়া বা অশ্লীল মন্তব্য করা বা কথা বলা
- কু-প্রস্তাব দেওয়া
- অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখানো
- অশ্লীল কথা বলা বা যেচে পড়ে যৌন বিষয়ক আলাপ করা
- খারাপ উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা, খারাপ অঙ্গভঙ্গি করা বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় ঠাট্টা-তামাশা করা বা উপহাস করা
- অশ্লীল ভাষায় চিঠি দেওয়া বা ফোনে খারাপ মেসেজ বা ছবি পাঠানো
- ফ্যাক্টরির দেয়াল, সিঁড়ি, বাথরুম বা টয়লেট, নোটিশ বোর্ড, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, মেশিন বা অন্য কোনো জায়গায় যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অস্বস্তিকর কিছু লেখা বা কার্টুন আঁকা
- ব্ল্যাকমেইল করা বা ফেসবুকে বা ইন্টারনেটে দেওয়ার জন্য ছবি তোলা বা ভিডিও করা
- প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ দেওয়া
- ভয় দেখিয়ে, বিয়ের লোভ দেখিয়ে বা মিথ্যা বলে বা প্রতারণা করে শারীরিক সম্পর্ক করা বা করার চেষ্টা করা
- অন্য এমন আচরণ যা নারীর জন্য অস্বস্তিকর

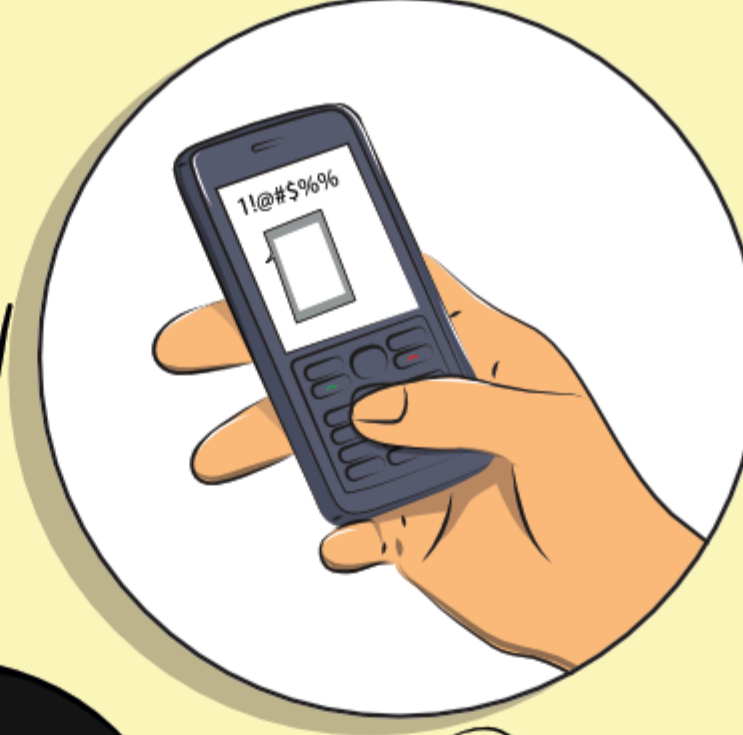
গুরুত্বপূর্ণ: ভুক্তভোগীর সম্মতি ব্যতিরেকে যেকোনো প্রকার যৌন আচরণই হয়রানি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

যৌন হয়রানি কী?

নারীকে উদ্দেশ্য করে গালি
দেওয়া বা অশ্লীল মন্তব্য
করা বা কথা বলা



খারাপ ছবি বা
ভিডিও দেখানো



শরীরে বা গায়ে হাত দেওয়া
বা চেষ্টা করা



অন্য এমন আচরণ যা
নারীর জন্য অস্বস্তিকর



কেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি প্রয়োজন?

যৌন হয়রানি বন্ধে কমিটি গঠনের বিষয়ে শ্রম বিধিমালা ২০১৫ (সংশোধনী ২০২২) তে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা (২০০৯)-এ উল্লেখ আছে। এর সুফল হচ্ছে –

- ১ কমিটি থাকলে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন
- ২ কর্মক্ষেত্রে কেউ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন না
- ৩ কাজের গুণগত মান ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়, কাজের পরিবেশও উন্নত হয়

কেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি প্রয়োজন?



কমিটি থাকলে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন



কমিটি থাকলে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন



কাজের গুণগত মান ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়, কাজের পরিবেশও উন্নত হয়

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির গঠন

যৌন হয়রানি অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির সদস্য হবে কমপক্ষে ৫ জন। কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ জনের বেশিও হতে পারে। তবে কমিটির বেশিরভাগ সদস্য হবেন নারী। কমিটির প্রধানও হবেন একজন নারী।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির গঠন



যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রক্রিয়া

কমিটির কাছে অভিযোগ করা:

- যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি ছুটি বাদে ৩০ দিনের মধ্যে নিজে, আত্মীয়, বন্ধু বা আইনজীবীর মাধ্যমে বা চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারবেন।
- অভিযোগকারী চাইলে কমিটির নারী সদস্যের কাছেও আলাদাভাবে অভিযোগ জানানো যাবে।

কমিটির দায়-দায়িত্ব ও কাজের পদ্ধতি:

- সামান্য অভিযোগে কমিটি উভয় পক্ষের মত নিয়ে নিষ্পত্তি করবেন ও রিপোর্ট দেবে। গুরুতর অভিযোগে তদন্ত করে নোটিশ পাঠানো, শুনানি ও প্রমাণ সংগ্রহ করবে।
- কমিটি কাউকে অপমানজনক প্রশ্ন করবেন না এবং অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত পরিচয় গোপন রাখবে। কর্তৃপক্ষ কমিটিকে সব সহযোগিতা দেবে।

- অভিযোগ প্রত্যাহার চাইলে তার কারণ রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে, যা প্রয়োজনে ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ:

- মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিটি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে।
- তদন্ত চলাকালে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন।
- দোষী প্রমাণিত হলে ৩০ দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- যদি বিষয়টি ফৌজদারি অপরাধ হয়, তবে তা আদালতে পাঠানো হবে।

অভিযোগ জানাতে ভয় পাবেন না। কমিটি আপনার পাশে আছে।

যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রক্রিয়া



অভিযোগকারী চাইলে কমিটির নারী সদস্যের কাছেও আলাদাভাবে অভিযোগ জানানো যাবে।



কমিটি কাউকে অপমানজনক প্রশ্ন করবে না এবং অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত পরিচয় গোপন রাখবে। কর্তৃপক্ষ কমিটিকে সব সহযোগিতা দেবে।



তদন্ত চলাকালে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন।



যদি বিষয়টি ফৌজদারি অপরাধ হয়, তবে তা আদালতে পাঠানো হবে।

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ১ কমিটির নারী-পুরুষ সকল সদস্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও মর্যাদা দেওয়া
- ২ কমিটির সকল সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা
- ৩ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিটি যাকেই তলব করুক, তাকে সময়মতো হাজির হতে হবে ও সঠিক তথ্য দিতে হবে
- ৪ যৌন হয়রানি ও নির্যাতন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবো
- ৫ কমিটি ও তার কাজ সম্পর্কে নিজে ভালো করে জেনে অন্যদের জানানো
- ৬ যৌন হয়রানি বন্ধে নিজে সচেতন থাকবো এবং সহকর্মীদের সচেতন করবো।

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য



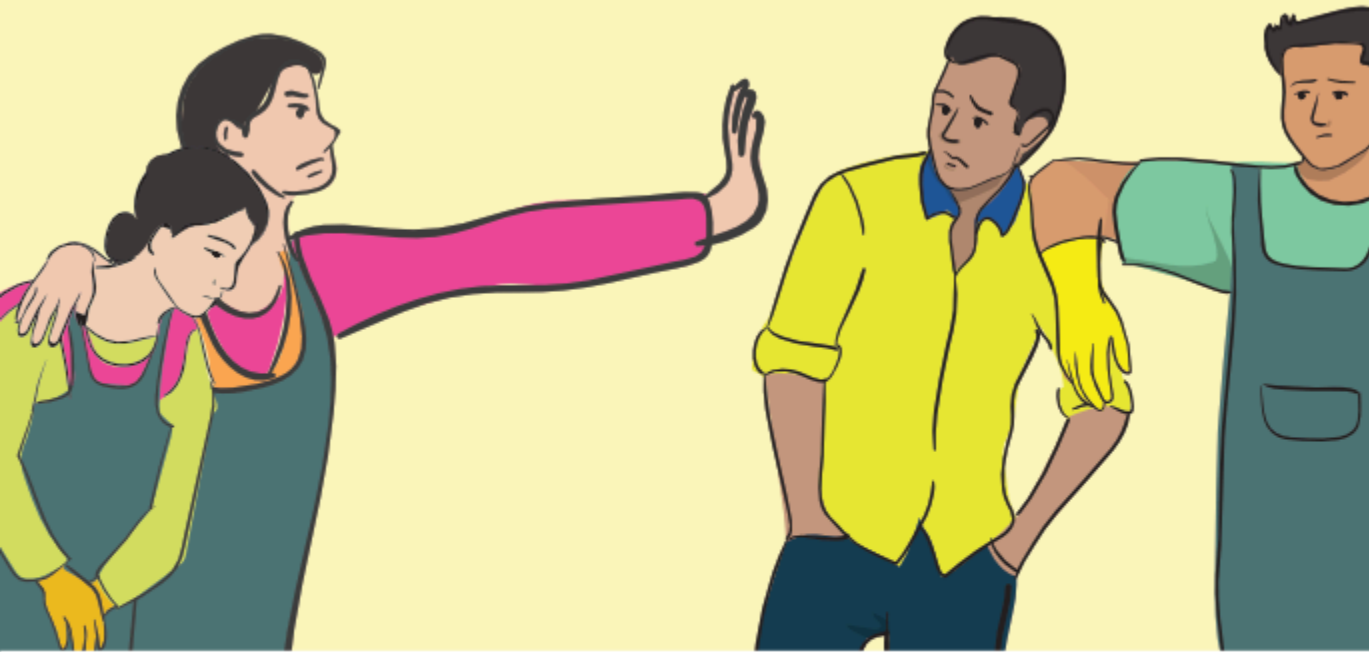
কমিটির নারী-পুরুষ সকল সদস্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও মর্যাদা দেওয়া



কমিটির সকল সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা



জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিটি যাকেই তলব করুক, তাকে সময়মতো হাজির হতে হবে ও সঠিক তথ্য দিতে হবে



যৌন হয়রানি ও নির্যাতন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবো।



কমিটি ও তার কাজ সম্পর্কে নিজে ভালো করে জেনে অন্যদের জানানো



যৌন হয়রানি বন্ধে নিজে সচেতন থাকবো এবং সহকর্মীদের সচেতন করবো।

প্রারম্ভিক:

বাংলাদেশের চামড়াশিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যথেষ্ট নয়; বরং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শোভন কর্ম পরিবেশ বজায় রাখা অপরিহার্য। ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকরা প্রতিদিন রাসায়নিক পদার্থ, ভারী যন্ত্রপাতি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশে কাজ করেন। ফলে সামান্য অসতর্কতা থেকেও গুরুতর দুর্ঘটনা বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এর প্রভাব শুধু শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নয়, পুরো কারখানার উৎপাদনশীলতা ও দেশের অর্থনীতির ওপরও পড়ে।

তবে সঠিক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহারের মাধ্যমে এসব ঝুঁকি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি নিরাপত্তা কমিটি গঠন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি কার্যকর করা এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড (ESMS) অনুসরণ করলে ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনের পথ সুগম করতে পারবে। এর মাধ্যমে শুধু শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে না, বরং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং চামড়াশিল্প একটি টেকসই খাত হিসেবে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করবে।

সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এর লক্ষ্যে শিখন উপকরণ হিসেবে দুইটি ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। শ্রমিক, ব্যবস্থাপক এবং কারখানার মালিক সবার জন্য এটি সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

ফ্লিপচার্টগুলো নিম্নরূপ-

ফ্লিপচার্ট ১- শোভন কর্মপরিবেশ

ফ্লিপচার্ট ২- পরিবেশ ও ট্যানারির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

*এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের দায়ভার দাতা সংস্থার নয়।



Sustainable Manufacturing and
Environmental Pollution Programme



UK International
Development

Partnership | Progress | Prosperity



সংকলন ও সম্পাদনায়:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

www.etibd.org

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পার্সনের করণীয়:

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পার্সন লিখিত ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ভালোভাবে দেখে নেবেন। রিসোর্স পার্সন এই নির্দেশাবলি অনুসরণ করলে অধিবেশন পরিচালনা সহজ হবে। ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এই চার্ট ব্যবহারের প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;
২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীর সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীর সামনে তা পড়া ভালো লক্ষণ নয়;
৩. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার সময় কোথাও যেন রং বা লেখা অস্পষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;
৪. ফ্লিপচার্ট সামনের দিক থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এবং কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে, সে খেয়াল রাখতে হবে;
৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের চারপাশে কি এরকম কিছু দেখতে পাই?
 - এমন ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
 - এমন ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?
৬. প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে একে একে আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিজেদের মতামত দেওয়ার সুযোগ দেবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করবে, প্রশিক্ষক কৌশলে তাদের আলোচনায় যুক্ত করবেন;
৭. ফ্লিপচার্টে যে বিষয়ের ওপর আলোচনা শেষ না হলে পরের পৃষ্ঠা উল্টানো উচিত নয়;
৮. ছবি দেখানো বা আলোচনার সময় কোনোভাবে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনার সুবিধা যথাযথভাবে পাবে না;
৯. আলোচনায় কোনো ভুল বা ভ্রান্তি ধরা পড়লে প্রশিক্ষক ব্যাখ্যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সেই ভুল বা ভ্রান্তি সংশোধন করবেন;
১০. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্ট উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।



Sustainable Manufacturing and
Environmental Pollution Programme



www.blfbd.com



www.etibd.org